বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ ২০২১-২২

সীতাকুন্ড উপজেলা পরিষদ

চট্টগ্রাম

সূচীপত্র

ক্র: নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ.....	৫
	বাণী.....	৬
১.	প্রথম অধ্যায়(উপজেলার পরিচিতি)	
১.১	উপজেলার পটভূমি.....	
১.২	উপজেলার নামের ইতিহাস.....	
১.৩	উপজেলার মানচিত্র.....	
১.৪	উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি.....	
১.৫	উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি.....	
	উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন.....	
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)	
২.১	উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য.....	
২.২	বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য	
	কৃষি.....	
	উপজেলা শিক্ষা.....	
	মৎস্য.....	
	মহিলাবিষয়ক.....	
	ভুমি ও রাজস্ব.....	
	যোগাযোগ.....	
	সমবায়.....	
	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস.....	
৩.	তৃতীয় অধ্যায় (পরিকল্পনা)	
৩.১	পরিকল্পনা কি.....	
৩.২	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	
৩.৩	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশল.....	
৩.৪	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাপ সমূহ.....	
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশ্লেষন)	
৫.১	অবস্থা বিশ্লেষন	
৫.২	রুপকল্প নির্ধারণ.....	৫২
৫.৩	সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ	৫২

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (উন্নয়ন কার্যক্রম)	
৬.১	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম	৫৪
৬.২	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা	৬১

মুখবন্ধ

যে কোন দেশ, এলাকা বা সংস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের উপর। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের কাঠামো হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ ও জনগনের দোরগোরায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পঞ্চ-বার্ষিক এবং প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। কিন্তু এ যাবত কোন উপজেলাই এ পরিকল্পনা সমুহ তৈরী করেনি। যদিও কিছু কিছু উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কেবল উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে যা মান সম্মত বা কার্যকর হয়নি। ফলে উপজেলা সমুহ এ উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাবে সার্বিক উন্নয়ন ও কাংখিত সেবা নিশ্চিত করতে পারছিল না। আর এ কারনেই বাংলাদেশ সরকার JICA এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৮টি উপজেলায় সমন্বিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার লক্ষ্যে UICDP নামক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিন্তু সীতাকুন্ড উপজেলা সেই উপজেলার আওতায় ছিল না। কিন্তু সীতাকুন্ড উপজেলা পরিষদ উপজেলার আওতাভুক্ত পৌরসভা, ইউনিয়ন সমুহ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যেও সহায়তায় একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদ আগামী অর্থ-বছরে সীতাকুন্ড উপজেলায় কি কি উন্নয়ন কাজ করবে তার একটি রুপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সীতাকুন্ড উপজেলা আগামী বছরগুলোতে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এস. এম আল মামুন
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

সীতাকুন্ড উপজেলা চট্টগ্রাম জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য ।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যেই এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানচ্ছি এ উপজেলাকে এ পাইলট প্রকল্পে রাখার জন্য। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

এস. এম আল মামুন

জনাব মো: শাহাদাত হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

সীতাকুন্ড উপজেলা চট্টগ্রাম জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। গফরগাঁও উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

মো: শাহাদাত হোসেন

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উদার এবং মুক্ত প্রকৃতির ছন্দময় মুর্চ্ছনায়, দিগন্ত বিস্তৃরী গগনের সরল সৌহার্দ্যে গরিয়ান বীর চট্টলার উপকণ্ঠ সীতাকুন্ড। ইতিহাসের মহিমায় প্রোজ্জল তার শত যোজনার সাগর গিরি নদীর আবেষ্টন। এখানকার মাটি আর মানুষের বৈচিত্রেময় জীবন ধারা মন ও প্রাণকে উদ্বেলিত করে। প্রায় ৩৫ কি.মি. বিস্তৃত সাগর সৈকতের প্রান্ত ছুয়ে আছে ঘন উপকুলীয় বন। সমুদ্র অবগাহনে মেতে উঠে নিসর্গ। পূর্বে শ্যামলীলাময় বিচ্ছিন্ন সু-উচ্চ গিরিশৃঙ্গ পরিদৃশ্যমান ও বনসম্পদে সুশোভন, বিস্তৃত আবাসভূমি আর ফসলের অবারিত মাঠ। এ যেন কবির কবিতার উপপাদ্য শহর, পর্যটকের ধ্যানভূমি। পাহাড় আর সমুদ্র বেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দযের্র লীলভূমি।

১.২ উপজেলার নামের ইতিহাস

সীতাকুন্ডের নামকরণ সসম্পর্কে অনেক বিংবদন্তি আছে। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নামকরণের সত্যতা সম্পর্কে জোরালোভাবে কিছু বলা যাবে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে মনে করেন রামায়ন বর্ণিত সীতা এখানে আগমন করেন এবং একটি কুন্ডে স্নান করেন । সেবই থেকে সীতাকুন্ডের নামের উৎপত্তি। কারো কারো কারো মতে রাম স্বয়ং তার পত্নীর সীতাকুন্ড নামকরণ করেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন দক্ষ রাজার মহাজজ্ঞের সময় ক্ষিপ্ত উন্মত্ত শিব তার পত্নীর শবদেহ খন্ড বিখন্ড করেন এবং তার নামানুসারে শিবখন্ড কালের বিবর্তনে সীতাকুন্ড হয়। অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের পুরাণিক উপাখ্যানে নারদ মুনির ভূমিকা সর্বজন বিদিত। নারদ মুণির ভূমিকা থেকে স্পষ্ট হয় যে দক্ষরাজার কন্যা পার্বতী মা বাবার অগোচরে বিয়ে করেন শিবকে এতে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ত্রিভূবনের সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে শিবকে অপদস্ত করার জন্য তার মূর্তি বানিয়ে রাজপ্রসাদেও তোরণের বাইরে প্রহরী হিসেবে রাখা হল। নারদমুণি থেকে পার্বতী একথা জানতে পেরে নিজেই প্রত্যক্ষ করলেন এবংলজ্জায় অপমানে দেগ ত্যাগ করলেন । পার্বতী বেচে নেই জেনে উন্মত্তপ্রায় শিব পার্বতীর মৃতদেহ মাথায় নিয়ে প্রলয় রচনা শুরু করলেন এক পর্যায়ে বাহান্ন খন্ডে খন্ডিত পার্বতীর দেহ বাহান্ন স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়ে বাহান্নটি তীর্থ কেন্দ্রের উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে সীতাকুন্ডও একটি। সতী পার্বতীর উরুসন্ধীর অংশ এখানে নিক্ষিপ্ত হয়েছে বলে কথিত আছে। তবে হিন্দু ও তান্ত্রিক গ্রন্থগুলোতে সীতাকুন্ডের নাম সুস্পষ্ট নয় । এসব উপাখ্যান বৃটিশদের দলিল দস্তাবেজের মাধ্যমে জানা যায়।

আরো একটি তথ্য পাওয়া যায় এভাবে যে, পিতৃ আদেশে শ্রীরাম চন্দ্র পত্নী সীতাদেবী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষণকে নিয়ে বনবাসী হন এবং এখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। সে সুবাদে তাদের নামানুসারে

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের পাদদেশে রামকুন্ড, লক্ষণকুন্ড, সীতাকুন্ড নামে তিনটি কুন্ড এবং একটি সীতার মন্দিরও বিদ্যমান।

১৭৬১ সালের ৫ই জানুয়ারী চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেচ চীফ নিযুক্ত হন হ্যারী যাত্রা বিরতিকালে সীতাকুন্ড ক্যাম্প হতে পোর্ট উইলিয়ামের নিকট তিনি যে চিঠি লিখেন তাতে সীতাকোন নামে উল্লেখ দেখা যায়। সীতাকুন্ড বঙ্গভারতের হিন্দুদের পূণ্যভূমি তীর্থস্থান হিসেবে খ্যাত । প্রতি বৎসর শিবচর্তুদশ মেলা উপলক্ষে ভারত, বাংলাদেশ ও বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য তীর্থ যাত্রারর সমাগম ঘটে সীতাকুন্ডে পূণ্যতা লাভের জন্য।

১.৩ উপজেলার মানচিত্র

১.৪ ভৌগলিক পরিচিতি

সীতাকুন্ড উপজেলার অবস্থান উত্তর অক্ষাংশ ২৩২৯ এবং ২৩৪২ এর মধ্যে ৯০৫৯ এবং ৯১০৫ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে । এ উপজেলার উত্তরে মীরসরাই উপজেলা দক্ষিণাংশে পাহাড়তলী (সিটি গেইট) পশ্চিমে সন্দ্বীপ চ্যানেল, পূর্বে হাটহাজারী উপজেলা।

১.৫ ভাষা ও সংস্কৃতি

সীতাকুন্ড উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত এই উপজেলাকে ঘিরে রয়েছে পাহাড় আর সমুদ্র। এখানে ভাষার বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার মতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র্য খুজে পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা এ আঞ্চলের অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিশেষত: সন্দীপ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের সংমিশণে সীতাকুন্ডের ভূ-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছে । ভূ-তত্ত্ববিদদের মতানুসারে ফেনী-নদী থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রনাথ পাহাড় শ্রেণীর পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণে কর্ণফুলী পর্যন্ত এলাকাটি প্রাচীন কালে সমুদ্রের জলরাশির তলায় নিমজ্জিত ছিল । পরবর্তীতে ফেনী নদীর স্রোতধারা এবং সীতাকুন্ড পাবর্ত্য অঞ্চল থেকে প্রবাহিত বিভিন্ন ছরা স্রোতধারার মাধ্যমে বাহিত পলি মাটি দ্বারার এই অঞ্চল গঠিত হয়। প্রথমদিকে এই এলাকাটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, বাসোপযোগী ছিলন না ।

প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনে এই পাহাড়ী অঞ্চলটি পশ্চিমদিকে সম্প্রসারিত হয় এবং কালক্রমে বাসোপযাগী হয়ে উঠে। প্রথম দিকে এই । অঞ্চলটিতে আদি অধিবাসীরাই বসবাস করত। সেই আদি অধিবাসিদের বংশধরেরা আজও সীতাকুন্ড পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সববাস করছে। আরও পরে ত্রিপুরা, নোয়াখালীও চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড পাহাড়ের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত । আগত জনগোষ্ঠী জঙ্গলকেটে এই অঞ্চলকে বসোপযোগী করে তোলে। এই অঞ্চলের মালিকানা নিয়ে পার্বত্য ত্রিপুরা মহারাজ এবং আরাকান রাজার সাথে অনেকবার দ্বন্দ হয়েছে। কখনও আরাকান রাজারা এই অঞ্চল শাসন করেছে। আবার কখনও ত্রিপুরার আগড়তলা মহারাজ এই অঞ্চল শাসন করেছে। আরাকান রাজাদের শাসনামলে এখানে মগেরা বসতি বিস্তার করে। আগড়তলা মহারাজের শাসনামলে ত্রিপুরার জনগোষ্টীও এখানে বসবাস করে। অপর পক্ষে পর্তুগীজ জলদস্যুরা সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে এসে চট্টগ্রামকে পোর্ট গ্র্যান্ড নামকরণ করে সন্দ্বীপ দ্বীপকে কেন্দ্র করে তারা এতদ অঞ্চলে বসবাসও করেছে। এবং কেউ কেউ স্থানীয়ভাবে বসতি স্থাপনও করেছিল।

যারা নোয়াখালী জেলার দারদা থেকে এখানে এসে বসবাস করেছিল তারা দারাইল্যা হিসেবে পরিচিত যারা তারাসরাইল থেকে এদিকে এসে বসতি স্থাপন করেছিল তারা সরাইল হিসেবে পরিচিত । যারা সন্দ্বীপ থেকে এদিকে এসে বসতি স্থাপন করেছিল তারা সন্দ্বীপী হিসেবে পরিচিত। উত্তর ও মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে যারা এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল তারা চট্টগ্রামী হিসেবে পরিচিত । বলতে গেলে বিভিন্ন শোনিত ধারার মিশ্রণে এতদোঞ্চলে একটি শংকর জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি চালচলন ইত্যাদিতে। যাতে নোয়াখালী কুমিল্লার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যা একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যেও পরিচায়ক।

১.৬ খেলাধুলা ও বিনোদন

ঐতিহ্যগত ভাবেই সীতাকুন্ড উপজেলার জনগোষ্ঠী ক্রীড়ামোদী।একানে প্রতিবছরই বিভিন্ন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার জনপ্রিয় খেলার মধ্যে বর্তমান ক্রিকেট ও ফুটবলের আধিপত্য দেখা গেলেও অন্যান্য খেলাও পিছিয়ে নেই। সীতাকুন্ড সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় খেলার, মাঠ এতদ অঞ্চলের খেলাকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রন করছে। প্রতিবছর এই মাঠে ফুটবল ও ক্রিকেট প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয় ।

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফুটবল, কাবাডি ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে শ্রেষ্ঠশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করহে বেশ কয়েক বছর ধরে। এ অঞ্চলের পঞ্চাশ-সত্তর দশকের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়ার হলেন বদিউল আলম। যিনি দেশী-বিদেশী দলের বিপক্ষে ফুটবল খেলে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া চট্টগ্রামের বলি খেলাকে ধারন কওে সীতাকুন্ডের মকসুদ বলি ১৯৮৯ সালে চট্টগ্রামের জব্বারের বলি খেলায় স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

সীতাকুন্ডের নিজস্ব ফুটবল ও ক্রিকেট দল চট্টগ্রাম লীগে অংশ গ্রহন কওে থাকে। এতদব্যতীত বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের উপস্থিতিতে নিয়মিত ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

উপজেলা		সীতাকুন্ড
আয়তন		৪৮৩.৯৬ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা		৩,৮৭,৮৩২ জন, পুরুষ:-২,০২,১৩৭ মহিলা:-১,৮৫,৬৯৫ জন
ভোটার সংখ্যা		২,৬১,৪৪৮ জন পুরুষ, ১,২১,৫১৫ জন মহিলা
ইউনিয়ন সংখ্যা		৯টি
পৌরসভা		১টি
শিক্ষার হার		৫৯.২০%
গ্রাম		১২০
মৌজা		৬৬
উপজেলার রোড		১৭টি, ইউনিয়ন রোড: ১৬ টি, ভিলেজ রোড: টাইপ বি: ১৭৩টি মোট: ৩২১টি, বিটুমিন কার্পেটিং ১৫৬.৫৫ কি:মি:, ফ্লেক্সিবেল ১৫৭.৫০ কি:মি:, ব্রিক পেভমেন্ট ৭৭.৪০ কি:মি: রিভিড পেভমেন্ট ১.৫০ কি:মি । মোট: ৩৯২.৯৫ কি:মি:
কলেজ		৩টি
ক্যাডেট কলেজ		১টি
বিশ্ববিদ্যালয়		১টি বেসরকারি
উচ্চ বিদ্যালয়		সরকারি ১ টি, বেসরকারি ২৯টি, জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়: ২ টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়		সরকারি ৯৮
মাদ্রাসা		১৮টি
মিলিটারী একাডেমী		১ টি
হাট বাজার		২৩ টি
বেসরকারী ক্লিনিক		১ টি
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স		১টি
টি বি হাসপাতাল		১ টি
সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল		১টি
রেল লাইন		৩৭ কি:মি:
রেল স্টেশন		৬ টি
সাইক্লোন শেল্টার		৫৯ টি
বিট অফিস		৫ টি

বাধ		২৬ কি: মি:
সমুদ্র সৈকত		৩৭ কি:মি:
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান		মসজিদ ৩২১ টি, মন্দির ৭৩ টি, বৌদ্ধ মন্দিও ৪ টি, মাজার: ৪৭ টি
এতিমখানা		১২ টি
রাবার বাগান		৩টি
ফায়ার সার্ভিস		ফায়ার সার্ভিস
রেস্ট হাউস		৪ টি
ব্যাংক		১২ টি, শাখা: ২০ টি
ডাকঘর		১৭ টি
দর্শনীয় স্থান		(ক) ইকোপার্ক (খ): চন্দ্রনাথ মন্দিও (গ) শংকর মঠ (ঘ) স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির (ঙ) উষ্ণ প্রস্রবন (চ) সহস্র ধারা (ছ) কালুশাহ মাজার (জ) বার আউলিয়া মাজার
শিল্প প্রতিষ্ঠান		সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ৪ টি, বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত জুট মিল ৪ টি, বেসরকারি জুট মিল ৫ টি, বাংলাদেশ স্টীল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণাধীন প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি, বিসিআইসি নিয়ন্ত্রণাধীন চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স, সুতার মিল ৪ টি, রিরোলিং মিল ৫১ টি, শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড ১৫০টি, ব্রিক ফিল্ড ৮ টি, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ২ টি, টিন তৈরীর কারখানা ৩ টি, গ্যাস তৈরী কারখানা ১ টি, ঔষোধ তৈরী কারখানা ২ টি, অক্সিজেন ফ্যাক্টরী ৯ টি, সিরামিক তৈরী কারখানা ১ টি, পোল্ট্রি ফিড ২ টি, হ্যাচারী ১ টি, কন্টেইনার টার্মিনাল ৪ টি
কৃষি জমি		এক ফসলী ২৮৪০ একর, দোফসলী ১৩৫৮৫ একর, তিন ফসলী ৫২২৯ একর
খাস জমি		৯১৪০
সংরক্ষিত বন		২৪৯৮০ একর, উপকুলীয় বন ২৬৯৮ একর
এনজিও		২৯ টি
উপজেলা সুপার মার্কেট		১টি
উপজেলা মহিলা মার্কেট		১টি
গণপাঠাগার		১টি

উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	১	১
৭	এ্যালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	অফিস সুপার	১	০	১
৩	সিএ কাম ইউডিএ	১	০	০
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	৩	০
৫	জিপ চালক	১	১	০
৬	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৭	অফিস সহায়ক	৩	৩	০
৮	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	০
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	০

২.২ বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.২.২ উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনের বিবরণ	কর্মসূচির নাম		
		প্রশিক্ষণ আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	জোরদারকরণ প্রকল্প	পরিবার ভিত্তিক কর্মসূচি
১.	যুব ঋণ তহবিল(কর্তন বাদে)	(২৩১৫১৭০+৮৯৪০০০+২০০০০০) =৩৪০৯১৭০	৩,৯৯,৭২২.০০	------
২.	মোট ঋণ তহবিল			
৩.	চলমান মাসে ঋণ বিতরণ	১ম দফা: ২য় দফা: ৩য় দফা:		
৪.	চলতি অর্থবছওে ঋণ বিতরণ	৪০০০০০.০০		
৫.	ক্রমপুঞ্জি মোট ঋণ বিতরণ	৩,৯৫,৮৪,০০০	৭৯০,০০০.০০	
৬.	চলমান আদায় যোগ্য আসল	৩৪৮৯৬০		
৭.	চলমান আদায়কৃত আসল	২৯৯৬১৩		
৮.	চলমান আদায়ের হার	৮৬%		
৯.	পূর্ববর্তী মাসে চলমান আদায়ের হার	৮১.৭২%		
১০	চলতি(চলমান+কিস্তি খেলাপী)আদায়যোগ্য	১০৮২৩৩৫		
১১	চলতি(চলমান+কিস্তি খেলাপী)আদায়কৃত	৩৭৩৬৩৬		
১২	চলতি(চলমান+কিস্তি খেলাপী)আদায়ের হার	৩৪.৫২%		
১৩	মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপী আদায়যাগ্য	১১,৭৯,৪৯২	৬৭,৭৭১,	
১৪	চলান মাসে খেলাপী আদায়	১২২৯৪১	৩৪০০	
১৫	মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপী আদায়ের হার	১০%	৫%	
১৬	ক্রমপুঞ্জি আদায়যোগ্য	৩৫৯৮৬১৯৮	৭৯০,০০০	
১৭	ক্রমপুঞ্জি আদায়কৃত	৩৪২২০৯৪৮	৭২৪৬২৯	
১৮	ক্রমপুঞ্জি আদায়ের হার	৯৫.০৯%	৯১.৮৫%	
১৯	জুন ২০২১ পর্যন্ত(মেয়াদ উত্তীর্ণ+ কিস্তি খেলাপী ঋণ)	১৯৪৬৫৩৩	৬৯৫৭১	

২০	চলমান মাসে(মেয়াদ উত্তীর্ণ+কিস্তি খেলাপী)ঋণ	১৭৬৫২৫০			৬৪৩৭১					
২১	বিষয়	রাজস্ব			জোরদারকরণ প্রকল্প			পরিবার ভিত্তক ঋণ কর্মসূচি		
		চলমান মাস	চলতি অর্থবছর	ক্রমপুঞ্জি	চলমান মাস	চলতি অর্থবছর	ক্রমপুঞ্জি	চলমান মাস	চলতি অর্থবছর	ক্রমপুঞ্জি
২২	প্রশিক্ষণ	৩০	৬০	৫৯২৮	---	---	২১২১	----	----	---
২৩	আত্মকর্মসংস্থান	০৮	২৭	৩২৬৯	----	----	৩২৬৯	---	----	---

২৪। তালিকা ভুক্ত মোট যুব সংগঠনের সংখ্যা : ২২ টি

২৫। রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত যুব সংগঠনের : ২০ টি

২৬। সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণর্থীর সংখ্যা : ৮০ টি

২৭। দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা : ১৫৫ জন

সহকারি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ভিত্তিক ঋণ আদায়ের অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	সহকারি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তারগণের নাম	লক্ষ্যমাত্র	আদায়	আদায়ের হার	পূর্ববর্তী মাসে আদায়ের হার	সদস্য সংখ্যা
০১	জনাব মো: ছৈয়দুল হক	১০১২৯৮.০০	৮৬,৮৩২.০০	৮৫.৭২%	৮৭.৬২%	৮৩ জন
০২	জনাব মো: আব্দুল হালিম	১৩৩,৫৮১.০০	১৩৩,৫৮১.০০	৮০.১৭%	৬২.৯৫%	৫৭ জন
০৩	মোহাম্মদ ইসমায়েল খান	১১৪,০৮১.০০	১১৪,০৮১.০০	৯২.৬৩%	৯৪.১০%	৪৯ জন

২.২.৪ কৃষি

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	আয়তন	৪৮৪ বর্গ কি:মি:
২.	লোকসংখ্যা	৪,০৪,৫৮৭ জন
৩.	পুরুষ	২,১১,৩২৮
৪.	মহিলা	১,৯৩,২৬৯
৫.	মোট পরিবার সংখ্যা	৭৬০০০
৬.	কৃষক পরিবার	৩৬৭০২
৭.	ভূমিহীন	২৭৫৭০
৮.	প্রান্তিক	৭,২৬৫

৯.	মাঝারী	২৩৮
১০.	বড়	০১
১১.	পৌরসভা	০৯
১২.	ইউনিয়ন	১০৮
১৩.	গ্রাম	৬৯
১৪.	মৌজা	২৮
১৫.	কৃষি ব্লকের সংখ্যা	১০,০০০হে.
১৬.	আবাদী জমির পরিমাণ	৩০০ হে.
১৭.	এক ফসলী	৫০০০হে.
১৮.	দুই ফসলী	৪৩০০ হে.
১৯.	তিন ফসলী	৪০০ হে.
২০.	তিন এর অধীক ফসলী জমি	২৮,৮০০ হে.
২১.	মোট ফসলী জমির পরিমাণ	২৪৮%
২২.	ফসলের নিবিড়তা	১০ জন
২৩.	বিসিআইসি সার ডিলার	৭১ জন
২৪.	খুচরা সার বিক্রেতা	১৬ জন
২৫.	পাইকারী কীটনাশক বিক্রেতা	১১৯ জন
২৬.	বিএডিসি এর লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলার	০৪ জন
	বিএডিসির বীজ ডিলার	০৪ জন
	সেচকৃত জমি	২,২০০ হে.

২.২.৫ উপজেলা শিক্ষা অফিস

০১। আওয়াতাভুক্ত এলাকাঃ পৌরসভা-০১ টি
ইউনিয়ন -০৯ টি
০২। মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা- ৯৮ টি
০৩। কিন্ডার গার্ডেন - ৭৬ টি
০৪। এবতেদায়ী মাদ্রাসা - ১৯টি
০৫। এনজিও - ০৫ টি
০৬। অন্যান্য - ০৪ টি
সর্বমোট প্র; বি: ১৮৬ টি

অফিস জনবল

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০০
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০৪	০৩	০১
উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক	০১	০০	০১
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	০০

হিসাব সহকারী	০১	০১	০০
অফিস সহায়ক	০১	০১	০০
সর্বমোট=	০৯টি	০৭টি	০২টি

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

০১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- টি
০২। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়- টি
০৩। কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় - টি

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
প্রধান শিক্ষক	৯৮	৮৪	চ:দা:-১৫ মামলা জনিত-০২ শূণ্য পদ-১২
সহকারী শিক্ষক	৬২০	৫৫৬	৬৪
দপ্তরী কাম প্রহরী	৭৩	৪৩	৩০
সর্বমোট=	৭৯১	৬৮৩	৭৪ টি শূণ্য পদ মামলা-০২ জন চ:দা:-১৫

ভর্তি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা:

শ্রেণী	বালক	বালিকা	মোট
প্রাক-প্রাথমিক	৪৭৬৫	৪৮৮৫	৯৬৫০
১ম	৪৬২০	৪৭৮০	৯৪০০
২য়	৪৬৬৫	৪৭৮৫	৯৪৫০
৩য়	৪৭৯০	৪৯৭০	৯৭৫০
৪র্থ	৪৭৩০	৪৮২০	৯৫৫০
৫ম	৪২১৬	৪২৮৪	৮৫০০
মোট	২৭৭৮৬	২৮৫২৪	৫৬৩০০

বিদ্যালয় ক্যাটাগরি ভিত্তিক ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা

ক্যাটাগরি	ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৩৮৬১
কিন্ডার গার্ডেন	১০০৭৫
উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন	১৩৮০
ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	৯১

উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন	৯২৯৮
এনজিও	২৩৫০
অন্যান্য(মন্দিও ভিত্তিক শিশু কেন্দ্র)	২৪৫

২.২.৬ মৎস্য সংক্রান্ত

এক নজরে মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদিঃ

ক্র.নং	বিষয়	বিবরণ/সংখ্যা
১	উপজেলার আয়তন	৪৮৪ বর্গ কিলোমিটার
২	উপজেলার মোট জনসংখ্যা	৩৮৭৮৩২
৩	পৌরসভার সংখ্যা	০১টি
৪	ইউরিয়নের সংখ্যা	০৯ট
৫	পুকারের সংখ্যা	৬১৬৭টি
৬	চাষীর সংখ্যা	১৪৭১
৭	সন্দ্বীপ চ্যানেল	০১
.৮	নদী	নাই
৯	খালের সংখ্য	১৪টি
১০	বাজারের সংখ্যা	২২টি
১১	মৎস আড়তের সংখ্যা	১৫টি
১২	মৎস অবতরন কেন্দ্র	নাই
১৩	মাছঘাট	২৩টি
১৪	মাছের খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান	০২টি(ইউরো ফিড ও প্রভিটা ফিড)
১৭	হ্যাচারী	নাই
১৮	কোল্ড স্টোরেজ	নাই
১৯	মৎস প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা	০১টি
২০	বরফ কলের সংখ্যা	০৫টি
২১	ব্যাক্তি মালিকানাধীন নার্সারী	১৮টি
২২	নিবন্ধিত মৎসজীবির সংখ্যা	৪৮০৫

২৪। বাৎসরিক উৎপাদিত মাছের পরিমাণ : ১০,৭৩০.৫ মে.টন
ক) ইলিশ উৎপাদনের পরিমাণ : ১৮৩০ মে.টন
খ) স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনের পরিমাণ : ২৫৬৫.০১ মে.টন
গ) অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ উৎপাদনের পরিমাণ :৬৩৩৫.৪৯ মে.টন

২৫। সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা : ৩৮ কি.মি.

মৎস্য খামার ও উন্মুক্ত জলাশয় সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

ক্র.নং	জলাশয়ের ধরণ	সংখ্যা
১	বানিজ্যিক পুকুর	৪১৭১
২	অবানিজ্যিক পুকুর	১৯৯৬
৩	মোট পুকুর	৬১৬৭
৪	নদী	নাই
৫	বিল/জলমহাল	নাই
৬	প্লাবন ভুমি	নাই
৭	বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত	নাই

২.২.৮ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পরিচালিত চলমান কর্মসূচীগুলো ৬টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান
* দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামজিক সুরক্ষা
* প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবাদী ও সেবা প্রদান
* সচেতনতা বৃদ্ধি এবং
* জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় ও কর্মসূচী সমূহ ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৭ টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

এছাড়া নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সেবা সমূহ বিস্তৃত।

কর্মসূচীর ধরন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো ৪টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* খাদ্য সহায়তা ও দারিদ্র বিমোচন
* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ
*সেবাদান মূলক
*মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল কাজ সমূহঃ

- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(MDG)ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (PRSP) আলোকে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যেমে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
- বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যেমে উন্নয়ন কার্য়ক্রম গতিশীল করা।

- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা,প্রশিক্ষন প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীতে অংশ্রগ্রহনের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।
- দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী
- দুঃস্থ মহিলা, অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবতী মা'র জন্য ২ বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে = ৫০০/-করে।
- পৌরসভার কর্মজীবি মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে=৫০০/- করে। মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা=৪০০ জন।
- বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বিত্তহীন ও দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋন প্রদান করা।
- নারীর প্রতি সহীংসতা রোধসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ এসিডদগ্ধ নারীদের আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- নির্যাতিত,দুঃস্থ নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয়সহ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
- নারী ও শিশু পাচাররোধে জনসচেনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহন করা
- মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তাপ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র"অঙ্গন" এর মাধ্যমে দুঃস্থ নারী সংগঠন ও নারী উদ্যেক্তাদের উৎপাদিত হস্থশিল্প ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বাজারজাতরকরণে সহায়তা করা।
- সেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন,নিয়ন্ত্রন,ও তদারকীসহ সংগঠন সমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা।
- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা স্থাপনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও CEDAW সনদ বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এর জনবলঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১	নাজমুন নাহার	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
০২		অফিস
০৩		অফিস সহায়ক

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বর্তমান অবস্থা
১.	আইজিএ প্রকল্প	২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত চলমান
২.	কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রকল্প	২০১৮-১৯ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত চলমান
৩.	ভিজিডি কর্যক্রম	২০০৮-৯ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত চলমান
৪.	মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচি	২০০৮-৯ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত চলমান
৫.	কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি	২০১৭-১৮ হতে ২১-২২ পর্যন্ত চলমান
৬.	মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	২০০৩-০৪ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত চলমান

রেজিষ্ট্রেশনভুক্ত মোট সমিতি সংখ্যা ঃ ২ টি

১. চালু সমিতির সংখ্যা ঃ ২ টি

২. নিষ্ক্রিয় সমিতির সংখ্যা ঃ ০ টি

২.২.১০ যোগাযোগ

উপজেলা রোড: ১৭টি
ইউনিয়ন রোড: ১৬টি
ভিলেজ রোড টাইপ এ: ১১৫টি, টাইপ বি: ১৭৩ টি মোট:৩২১টি(৫৩২.৭২ কি: মি:)
বিটুমিন কার্পেটিং ১৫৬.৫৫ কি:মি: ফ্লেক্সিবেল ১৫৭.৫০ কি:মি:, ব্রিক পেভমেন্ট ৭৭.৪০ কি:মি:
রিজিভ পেভমেন্ট ১.৫০ ক:মি:। মোট: ৩৯২.৯৫ কি: মি:

২.২.১৪ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস'র জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদেও নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদেও সংখ্যা	শুন্য পদেও সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার		৩	--	
২	সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার			--	
৩	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার			--	
৪	হিসাব রক্ষক			--	
৫	অফিস সহকারী/ডাটাএন্ট্রি অপারেটর			--	
৬	অফিস সহায়ক			--	
৭	গার্ড			--	
	মোট =			--	

স্তর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

ক্রঃনং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	কলেজ	৫টি	
২	উচ্চ মাধ্যমিক	৩৩	
৩	মাদ্রাসা	১৪	
	সর্বমোট =		

৮বিদ্যালয় ও মাদরাসায় কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা:

ক্রঃনং	ধরণ	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
১	কলেজ	৯৭	
১	বিদ্যালয়	২২৩	
২	মাদরাসা	৬৫	

অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা:

ক্রঃনং	পর্যায়	শিক্ষার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
১	কজেল	৮০১৫ জন	
২	বিদ্যালয়	৩৫৩৮৮	
৩	মাদরাসা	৬৩১৬	
	সর্বমোট =	৪৯৭১৯	

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গস্থহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এাঁ ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উ্দ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা কওেউপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও

একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

- ***উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা***

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদেও এশটি মধ্যম মেয়াদেও পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কওে এাঁ জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

- ***উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা***

উপজেলা পরিষদেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসারে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসাওে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গস্থহণ কওে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

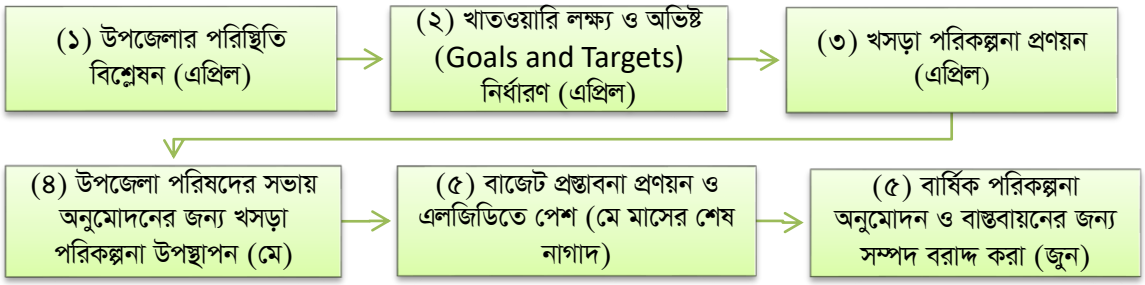

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা ছড়ান্ন করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়
অবস্থা বিশ্লেষন, রুপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনারলক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্ড়েব উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **ক্ষতিকর**
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় μ মাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী μ য় প্রμ য়ায় অস্বচ্ছতা

৫.১ অবস্থা বিশ্লেষন

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	৯০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	৩০ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	প্রায় ৫০০কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যনিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	৬০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	২৫ টিগভীর টিউবেউল স্থাপন করা হচ্ছে	৫০০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেনী কক্ষের অভাব	সকল ইউনিয়ন ও টি মাধ্যমিক স্কুলে	৫০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	টিফিন বক্স বিতরণ এবং ১৫ টি স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষ তৈরী হচ্ছে	৫০ টি স্কুলে উপস্থিতি বারবে এবং ১০ টি মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষের মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে (প্রতি বছর)
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভু-গর্ভস্থ পানি সেচ	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৫০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে

	হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার						
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞ্যান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

৫.২ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে সীতাকুন্ড উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। পৌর এলাকায় সমন্বিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্দোগ গ্রহণ ২। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা	১। পৌর এলাকায় ২০০ টি স্টক হোল্ডার তৈরী হবে ২। ০৯টি ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে
	টেকসই সুয়ারেজ লাইন তৈরী করা		১। সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করা ২। কমিউনিটি ভিত্তিক সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	১। পৌর এলাকায় ২ কি.মি. প্রাইমারী ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী হবে ২। ৪০ টি কমিউনিটি ভিত্তিক স্বল্প ব্যয়ের সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। ৪০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে ৩। ১৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে
			১। মিড ডে চালুকরণ	১। টি স্কুলে মিড ডে চালু

			২। নিয়মিত খাবারের মান পযবেক্ষন	২। ১৮৬ টি স্কুলে খাবারের মান পযবেক্ষন
৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ৫০০ জন চাষী ২। ১০০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে ৩। ২০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১৩০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যন্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৫০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে
৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ৪৮০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ২০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,২০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৯ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে ৩। ২৪ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১০০ টি উঠান বৈঠক ২। ২৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি ৩। ৮ জনকে আইনী সহায়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।১ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। গফরগাঁও উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	২ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
ইউজিডিপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে জুন, ২০২১

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
		স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকলটি ২০০টি উপজেলায় ৫ বছরের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারী সেবা সমুহ জনগনের দোর গোড়ায় পৌচ্ছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উপজেলায় পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তহবিল হস্তান্তর। যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।		

বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলা শিক্ষা অফিস

উপবৃত্তি প্রকল্প

সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী			সুবিধাভোগী পরিবার				মোট
বালক	বালিকা	মোট	১ম সন্তান	২য় সন্তান	৩য় সন্তান	৪র্থ সন্তান	
২৩৪৪৬	২৪৫২৪	৪৭৯৭০	৩৩৮৩৪	৬০৭৫	৫১৮	১০৮	৪০৫৩৫

চলমান প্রকল্পঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ	অগ্রগতী
০১	টিফিন বক্স বিতরণ প্রকল্প	ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা- ২৪৭৩৯	টিফিন বক্স বিতরণ- ২১০২৮
০২	শহীদ মিনার নির্মান প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ২৩৮	১৮০ টি
০৩	স্লিপ প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ২৩৮	২৩৮ টি

মহিলা বিষয়ক

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যাবলী:

নং	খাত সমূহ	সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০২১-২২	শতকরা অগ্রগতি	অগ্রগতির সর্বমোট আর্থিক সংশ্লেষণ	মন্তব্য
১	ক) সেলাই মেশিন বিতরণ খ) নগদ অর্থ প্রদান গ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ	২০টি ০৩ জন ১৫১	১০০% ১০০% ১০০%	১৭০০০০/- ৬০০০/- ২১৭৫০০০	বঙ্গমাতা ফজিলতুনেন্নসা মুজিব এর ৯০,৯১,৯২ তম জন্মবার্ষকী উপলক্ষে সেলাই মেশিন বিতরণ, নগদ অর্থ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
৪	মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচি	৬৩	১০০%	৬০৪৮০০/-	২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু হয়েছে প্রতি জন নির্বাচিত উপকারভোগী প্রতি মাসে ৮০০/-করে মোট ৩ বছর বা ৩৬ মাস পর্যন্ত ভাতা পাচ্ছেন
৫	কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি	৫০	১০০%	৪৮০০০০/-	উপকারভোগীগণ প্রতি মাসে ৮০০/- টাকা হারে ৩ বছর ভাতার অর্থ

					তাদের নিজস্ব ব্যাংক/ মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবের মাধ্যমে পেয়ে আসছেন।
৬	ইউনিয়ন ডব্লিউবি কার্যক্রম	৯০০	১০০%	৬৪৮.০০ মে.টন	২০২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলমান

যুব উন্নয়ন

ঋণ কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়) ঃ-

র্সূচি	বছরের ঋণ বিতরন		ঋণ আদায় সংক্রান্ত(আসল)					কিস্তিখেলাপী	ঋণ খেলাপী
	জন	টাকা	চলমান আদায় যোগ্য	আদায়কৃত					
				চলমান	কিস্তিখেলাপী	ঋণ খেলাপী	মোট		
	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১
র্ম	০৭ জন	৪০০০০০	৩৪৮,৯৬০	২৯৯৬১৩	৭৪০২৩	১২২৯৪১	৪৯৬৭৭	৬৬৮৮৯৯	১০৯৬৩৫১
র									
লার	০৭ জন	৪০০০০০	৩৪৮,৯৬০	২৯৯৬১৩	৭৪০২৩	১২২৯৪১	৪৯৬৭৭	৬৬৮৮৯৯	১০৯৬৩৫১

মহিলা বিষয়ক কার্যালয়

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ঃ

১. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের উপর জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উঠান বৈঠক।
২. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যাঃ ২৬ টি।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ

১. উঠান বৈঠক ঃ ৪৫ টি।
২. অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা ঃ ৩০ টি।
৩. মিমাংসার সংখ্যা ঃ ২৬ টি।
৪. আইনী সহায়তার সংখ্যা ঃ৪ টি।

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা

প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	**অর্থের উৎস**
১	২	৪
	উপজেলা পরিষদ	
১.	উপজেলা পরিষদের আভ্যন্তরিন রাস্তা সংস্কার ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন নির্মান।	এডিপি

২.	আলতাফ গোলন্দাজ সেতুর পাশে পার্ক নির্মান	
৩.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ইমারজেন্সী বিভাগে চেয়ার টেবিল সরবরাহকরণ।	
৪.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ	
৫.	পূর্ব সৈয়দপুর পালোয়ান পাড়া সড়কের বাকী অংশ এইচবিবি করণ	
৬.	সোনা মিয়া টেন্ডল রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন	
৭.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মদীন উল্লাহ সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	
৮.	এ কে মদিনুল্লা কাম আবুল কালাম চেয়ারম্যান বাড়ীর সড়ক (আবজার বাড়ী) সি সি দ্বারা উন্নয়ন	
৯.	আমির হোসেন শাহ আরসিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন (ভুলাই পাড়া অংশ)।	
১০.	আলম ফকির বাড়ীর কবরস্থানের গাইড ওয়াল ও সড়ক নির্মাণ	
১১.	রোজ গার্ডেন একাডেমি সংলগ্ন সড়কের পাশে ড্রেইন নির্মাণ	
১২.	কদম রসুল জহুর উদ্দিন চৌধুরী জামে মসজিদ পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মাণ (কেশবপুর)	
১৩.	হাসনাবাদ ওয়ার্ডের নাপিতের ছড়া ও সোনাগাজী সড়কের সেতু নির্মাণ	
১৪.	আব্বাস মাঝির সড়কে আরসিসি ঢালাই	
১৫.	উপজেলা জামে মসজিদের টয়লেট নির্মাণ	

১৬.	(ক) কৃষিখাতে স্থানীয় উন্নত জাতের "বাংলা কলা" এর বাণিজ্যিক উৎপাদন ও ব্র্যান্ডিং	
১৭.	(খ)আইপিএম পদ্ধতিতে নিরাপদ সবজি উৎপাদনের জন্য ৫ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	
১৮.	ক)মৎস্য খাতে মৎস্যজীবীদের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপণা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	
১৯.	(খ)সোনাইছড়ি ইউনিয়নে ত্রিপুরা পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ ও মেরামতকরণ	
২০.	(ক)প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা উপকরণ ও বেঞ্চ সরবরাহ	
২১.	(খ)প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ	
২২.	(ক)মহিলা বিষয়ক খাতে সেলাই মেশিন ক্রয়	
২৩.	(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা উপকরণ ও বেঞ্চ সরবরাহ	
২৪.	চারিপাড়া-বাড়ারাস্তা থেকে হোমেনেরবাড়ীহতেচিলাকান্দা সঃপ্রাঃবিঃপর্যন্তরাস্তাউন্নয়ন।	
২৫.	**১ নং ইউনিয়ন**	রাজস্ব ও উন্নয়ন
২৬.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিরুল ইসলাম সড়ক উন্নয়ন	
২৭.	পূর্ব সৈয়দপুর কালাচান সড়ক উন্নয়ন, ৯ নং ওয়ার্ড	
২৮.	বোচাগাজী সড়ক এইচ বি বি দ্বারা উন্নয়ন	
২৯.	কেদারখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	

৩০.	চাকলাদার পাড়া সড়ক থেকে পূর্ব বাককালী পর্যন্ত উন্নয়ন	
৩১.	হরমত খা ভূইয়া সড়ক উন্নয়ন	
৩২.	দক্ষিণ কেদারআলী সড়ক আলী গোমস্তা বাড়ী সড়কের বাকী অংশ উন্নয়ন ও ড্রেইন নির্মাণ	
৩৩.	জালাল আহমদ ভূইয়া বাড়ী সড়ক উন্নয়ন	
৩৪.	অন ভূইয়া সড়ক আর সি.সি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
৩৫.	ইমান উল্লাহ ভুইয়া সড়ক আর সি.সি ঢালাই	
৩৬.	ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ	
৩৭.	ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই ও লো বেঞ্চ সরবরাহ	
৩৮.	ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ	
৩৯.	ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	
৪০.	ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন নির্মাণ	
৪১.	ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন সংস্কার	
৪২.	ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কলে মাল্টিমিডিয়র সরঞ্জাম সরবরাহ	
৪৩.	ইউনিয়ন পরিষদের ভবন সংস্কার	
৪৪.	ইউনিয়ন পরিষদে আসবাবপত্র সরবরাহ	

৪৫.	ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি ক্লিনিক সংসকার	
৪৬.	**২ নং ইউনিয়ন**	
৪৭.	বিল বান্দা সড়ক উন্নয়ন, ০২নং বারৈয়াঢালা ইউপি	
৪৮.	লবণাক্ষ সংযোগ সড়ক আর সি.সি দ্বারা উন্নয়ন, ২ নং বারৈয়াঢালা ইউপি	
৪৯.	টেরিয়াইল সড়কে বড় ব্রীজের পার্শ্বে আর সি.সি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	
৫০.	পশ্চিম ধর্মপুর রাস্তা আর সি.সি দ্বারা উন্নয়ন	
৫১.	**পূর্ব লালানগর স্কুলে সড়ক আর সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন**	
৫২.	ফুলগাজী সড়ক আর সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন	
৫৩.	বাংলাদেশ সি. রোড-মুরগীর ফার্ম রেল লাইন রোড	
৫৪.	চানমিয়া সড়কের অবশিষ্টাংশ আর সি.সি দ্বারা উন্নয়ন	
৫৫.	২ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ	
৫৬.	২ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই ও লো বেঞ্চ সরবরাহ	
৫৭.	২ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ	
৫৮.	২ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	

৫৯.	২ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন নির্মাণ	
৬০.	২ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন সংস্কার	
৬১.	২ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কলে মাল্টিমিডিয়র সরঞ্চাম সরবরাহ	
৬২.	২ নং ইউনিয়ন পরিষদের ভবন সংস্কার	
৬৩.	২ নং ইউনিয়ন পরিষদে আসবাবপত্র সরবরাহ	
৬৪.	২ নং ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি ক্লিনিক সংসকার	
৬৫.	**৪ নং ইউনিয়ন**	
৬৬.	উকিল পাড়া সড়ক আর সি.সি দ্বারা উন্নয়ন	
৬৭.	নিতাই সড়কের ড্রেইন নির্মাণ	
৬৮.	মাঝির বাড়ি সড়ক আরাস.াস দ্বারা উন্নয়ন	
৬৯.	ঢালিপাড়া হাসনাবাদ সড়কের কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন	
৭০.	পূর্ব ভাটেরখীল দান ভূইয়া বাড়ী সড়ক আর সি.সি. দদ্বারা উন্নয়ন	
৭১.	এরহুম আবুল কালাম বাড়ীর সড়ক আর সি. ডস. দ্বারা উন্নয়ন	
৭২.	আলী রেজা বাড়ী সড়ক আর সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন	
৭৩.	মোল্লা বাড়ী সড়ক আর সি. ডস. দ্বারা উন্নয়ন	

৭৪.	আমীর হেসেন শাহ সড়ক মান্দারীতোলা থেকে অলিন নগর পর্যন্ত আর সি. সি. দ্বারা উন্নয়ন	
৭৫.	৪ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ	
৭৬.	৪নং ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই ও লো বেঞ্চ সরবরাহ	
৭৭.	৪নইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ	
৭৮.	৪নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	
৭৯.	৪নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন নির্মাণ	
৮০.	৪নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন সংস্কার	
৮১.	৪নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কলে মাল্টিমিডিয়র সরঞ্জাম সরবরাহ	
৮২.	৪নং ইউনিয়ন পরিষদের ভবন সংস্কার	
৮৩.	৪নং ইউনিয়ন পরিষদে আসবাবপত্র সরবরাহ	
৮৪.	৪নং ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি ক্লিনিক সংসকার	
৮৫.	**৫ নং ইউপি**	
৮৬.	**জেলে পাড়া সড়ক আর সি.সি দ্বারা উন্নয়ন**	
৮৭.	আমির হোসেন সড়ক আর সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন	

৮৮.	বাড়বকুন্ড আলী চৌধুরী পাড়া সড়ক উন্নয়ন ও আর সি.সি. ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
৮৯.	হাতিলোটা সড়ক আর সি.সি দ্বারা উন্নয়ন	
৯০.	আম্বিয়া ঢালা সড়ক আরসি. ডস. দ্বারা উন্নয়ন	
৯১.	বায়তুল আমান জামে মসজিদ ড্রেইন ও সড়ক আর সি. সি. ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
৯২.	বায়তুল আমান হামে মসজিদ ড্রেইন ও সড়ক আরসি.সি. দ্বরা উন্নয়ন	
৯৩.	রহমতের পাড়া সড়ক আর সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন	
৯৪.	হাজী পাড়া সড়ক আর সি.সি ঢালাই ও গাইড ওয়াল নির্মাণ	
৯৫.	দিদারুল আলম চৌধুরী বাড়ী সড়কের ড্রেইন নির্মাণ	
৯৬.	তাপস্য রাম সড়ক আর সি.সি দ্বারা উন্নয়ন	
৯৭.	আবুল হোসেন ছালামীর জামে মসজিদ সড়ক আর সি. সি. দ্বারা উন্নয়ন	
৯৮.	শাহ আলম কোম্পানী সড়ক উন্নয়ন	
৯৯.	জাহাঙ্গীররিয়া জামে মসজিদ পার্শ্বে কবরস্থান গাইড ওয়াল নির্মাণ উন্নয়ন	
১০০.	**চাদ সিকান্ডার সড়ক হতে আবু নগর সড়ক আর সি.সি দ্বারা উন্নয়ন**	
১০১.	মগপুকুর হতে নাথ পাড়া সংযোগ সড়ক আর সি.সি. দ্বারা উন্নয়ণ	

১০২.	৫ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ	
১০৩.	৫ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই ও লো বেঞ্চ সরবরাহ	
১০৪.	৫ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ	
১০৫.	৫ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	
১০৬.	৫ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন নির্মাণ	
১০৭.	৫ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন সংস্কার	
১০৮.	৫ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কলে মাল্টিমিডিয়র সরঞ্জাম সরবরাহ	
১০৯.	৫ নং ইউনিয়ন পরিষদের ভবন সংস্কার	
১১০.	৫ নং ইউনিয়ন পরিষদে আসবাবপত্র সরবরাহ	
১১১.	৫ নং ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি ক্লিনিক সংসকার	
১১২.	উত্তর মসজিদ্দা সেন রোড হইতে এম.কে.স্কুল পর্যন্ত আর সি.সি ঢালাই, ০২ নং ওয়ার্ড, ০৭ নং কুমিরা ইউপি	
১১৩.	৭ নং কুমিরা ইউপি	
১১৪.	বাজার পাড়া সংযোগ সড়ক বকী অংশ আর. সি.সি. ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন ,০১	
১১৫.	কাজী পাড়া মফিজ চেয়ারম্যান সড়কের বাকী অংশ আরসি.সি. ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন।	

১১৬.	অরবিন্দু সড়ক আর. সি.সি. ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
	কাজী পাড়া বাইতুশ সালাম জামে মসজিদ ও দক্ষিণ কাজী পাড়া মসজিদ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	
১১৭.	**কোটাপাড়া জামাল কামাল সড়কের বাকী অংশ আর সি.সি. দ্বরা উন্নয়ন**	
১১৮.	দত্ত বাড়ী সড়ক ডিটি রোড হইতে মন্দিও পর্যন্ত আরসি.সি. ঢারাই দ্বারা উন্নয়ন	
১১৯.	৭ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ	
১২০.	৭ নং নং ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই ও লো বেঞ্চ সরবরাহ	
১২১.	৭ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ	
১২২.	৭ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	
১২৩.	৭ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন নির্মাণ	
১২৪.	৭ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন সংস্কার	
১২৫.	৭ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কলে মাল্টিমিডিয়র সরঞ্জাম সরবরাহ	
১২৬.	৭ নং ইউনিয়ন পরিষদের ভবন সংস্কার	
১২৭.	৭ নং ইউনিয়ন পরিষদে আসবাবপত্র সরবরাহ	
১২৮.	৭ নং ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি ক্লিনিক সংসকার	

১২৯.	**৮ নং সোনাইছড়ি ইউনিয়ন**	
১৩০.	জোড়ামতল বাংলা বাজার কাম ছড়ারকুল সড়কে ইট এবং সলিং ঘোড়ামারা তোফাজ্জল নেতার বাড়ী সংলগ্ন পাকা ড্রেইন নির্মাণ, ঘোড়ামারা হাদা গাজা সংলগ্ন সড়কে ডাবল সলিং, ঘোড়ামারা বাংলাবাজার সংযোগ গাইড ওয়াল ও সলিং এবং চৌধুরী পাড়া সড়কে ড্রেইন নির্মাণ	
১৩১.	দক্ষিণ শীতলপুর ওয়াজ উদ্দীন সারাং সড়কে সি.সি. ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
১৩২.	দক্ষিণ সোনাইছড়ি কমিউনিটি সেন্টার সড়কে আর. সি.সি. ঢারাই দ্বারা উন্নয়ন	
১৩৩.	কেশবপুর ফিরিঙ্গি ঢালা সড়কে রিটেইনিং ওয়াল ও আর সি.সি. ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
১৩৪.	দক্ষিণ সোনাইছড়ি কমিউনিটি সেন্টার দীঘি লোহার দ্বারা সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	
১৩৫.	শীতলপুর রাবেয়া বানু সড়কে ড্রেইন নির্মাণ	
১৩৬.	দক্ষিণ শীতলপুর সৈয়দ হোসেন চুকানী বাড়ী সড়কে আর. সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন	
১৩৭.	৯ নং ভাটিয়ারী	
১৩৮.	মাঝের গোপাট কাজী জামে মসজিদ সংযোগ সড়ক আর. সি. সি. দ্বারা উন্নয়ন	
১৩৯.	রমজান আলী বাড়ীর গাইড ওয়াল নির্মাণ ও রাস্ত আর. সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন	
১৪০.	**ভাটিয়ারী দাশ পাড়া সড়ক আর. সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন**	

১৪১.	**তুলাতুলি মির্জা পাড়া জেলে পাড়া আর সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন**	
১৪২.	মাহমুদুলা চেয়ারম্যান বাড়ী সড়ক আর সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন্ন	
১৪৩.	পূর্ব হাসানবাদ আস্তানা সড়ক আর সি.সি. ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
১৪৪.	মুক্তিযোদ্ধা নুর আহম্মেদ বাড়ীর রাস্তা আর সি.সি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
১৪৫.	এনহুম এবি এম আবুল কাশেম সড়ক আর সি.সি. ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
১৪৬.	হাজী আব্দুস সাত্তার বাড়ীর সড়ক উন্নয়ন	
১৪৭.	ফতেহ শাহ ফকির বাড়ী শাহ জাহাঙ্গীর সড়ক আর সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন	
১৪৮.	১০ নং সলিমপুর	
১৪৯.	বাংলা বাজার জামে মসজিদের কবর স্থান গাইড ওয়াল নির্মাণ	
১৫০.	নতুন আলম বাড়ীর রাস্তা সি.ি. ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
১৫১.	ফৌজদারহাট বাজার থেকে সাপুরিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত আর সি.ি. ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
১৫২.	এম. ডপ. কাশেম মাস্তারের বাড়ীর রাস্তা আর সি.সি. ঢালাই এবং দুই পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ	
১৫৩.	নারকেল তলা ফ্যাক্টরী থেকে খোল্লার বার বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ	
১৫৪.	মদিনা ,সজিদ হইতে কালু বাড়ী পর্যন্ত সড়ক অঅর সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন	

১৫৫.	আবু সারেং বাড়ী সংযোগ সড়ক আর সি.সি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
১৫৬.	বহাদ্দার বাড়ীর শেষ অংশে আর সি.সি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	
১৫৭.	সাদুল্লা মুন্সী সড়ক মেরামত	
১৫৮.	**মোঞ্ছেন ফকির জামে মসসজিদ ও বাজারের টয়লেট নির্মাণ ও ড্রেইন নির্মাণ**	
১৫৯.	মহালংকা মোল্লাবাড়ী রোড আর সি.সি ঢালাই দ্বা্া উন্নয়ন	
১৬০.	১০নং ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ	
১৬১.	১০নং নং ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই ও লো বেঞ্চ সবরাহ	
১৬২.	১০ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ	
১৬৩.	১০নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	
১৬৪.	১০নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন নির্মাণ	
১৬৫.	১০নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের ভবন সংস্কার	
১৬৬.	১০ নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কলে মাল্টিমিডিয়র সরঞ্জাম সরবরাহ	
১৬৭.	১০নং ইউনিয়ন পরিষদের ভবন সংস্কার	
১৬৮.	১০নং ইউনিয়ন পরিষদে আসবাবপত্র সরবরাহ	

১৬৯.	১০নং ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি ক্লিনিক সংসকার	